গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
**www.shed.gov.bd**

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৩.৪৪.১৫৫.১৯.৩০

তারিখ: ০৯ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৩ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

**সভার নোটিশ**

"শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং (Bullying)/র‍্যাগিং (Ragging) প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩" এর খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে জনাব আ. ন. ম. আল ফিরোজ, অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে আগামী ২৫.০১.২০২৩ তারিখ সকাল ১০.৩০ টায় তাঁর অফিস কক্ষে (কক্ষ নং-১৭০৫, ভবন নং-৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা) এক সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ সংক্রান্ত পুনর্গঠিত কমিটির একটি পত্র এবং পরিমার্জিত বুলিং নীতিমালা-২০২৩ এর খসড়া এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

০২। সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে অংশগ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

২৩/০১/২০২৩
(মোঃ মিজানুর রহমান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪৫০৩২
nongovt.secondary.sec1@shed.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. যুগ্মসচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক অধিশাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা।
২. ড. মোঃ কামাল উদ্দিন, অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩. উপসচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. উপসচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭. প্রধান শিক্ষক, গভঃ ল্যাবরেটরি স্কুল, ঢাকা।

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৩.৪৪.১৫৫.১৯.৩০

তারিখ: ০৯ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৩ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে:

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। উপসচিব (নিরাপত্তা-২ অধিশাখা), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (আমন্ত্রিত কর্মকর্তাদের সচিবালয়ে প্রবেশের অনুমতি প্রদানের অনুরোধসহ)
৩। উপসচিব (সেবা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সভায় আমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়নের অনুরোধসহ]।
৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৫। অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২), মহোদয়র ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। অফিস কপি।

২৩/০১/২০২৩
(মোঃ মিজানুর রহমান)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৭৩.৪৪.১৫৫.১৯.৬৩

তারিখ: ০৯ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৩ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

**অফিস আদেশ**

মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থীদের Suicide/ bullying সহ যে কোন ধরনের ইনজুরি প্রতিরোধ ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ বিষয়ে কাউন্সিলিং সেবা প্রদান সংক্রান্ত একটি জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি নিম্নলিখিতভাবে পুনর্গঠন করা হলো:

| | | |
|---|---|---|
| ১ | অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ | আহবায়ক |
| ২ | উপসচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ৩ | উপসচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ | সদস্য |
| ৪ | উপসচিব/ সিনিয়র সহকারী সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, ঢাকা | সদস্য |
| ৫ | ড. মোঃ কামাল উদ্দিন, অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৬ | প্রধান শিক্ষক, গভঃ ল্যাবরেটরি স্কুল, ঢাকা | সদস্য |
| ৭ | পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর | সদস্য সচিব |

২.০ কমিটির কর্মপরিধি:
কমিটি আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে Suicide/ bullying সহ যে কোন ধরনের ইনজুরি প্রতিরোধ ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ বিষয়ে কাউন্সিলিং সেবা প্রদান সংক্রান্ত একটি জাতীয় নীতিমালার খসড়া মতামতসহ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবেন।

৩.০ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

২৩/০১/২০২৩

(মোঃ মিজানুর রহমান)
উপসচিব
ফোন: ৫৫১০১০৩২
ইমেইল: nongovt.secondary.sec1@shed.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। ড. মোঃ কামাল উদ্দিন, অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৬। প্রধান শিক্ষক, গভঃ ল্যাবরেটরি স্কুল, ঢাকা।
৭। পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষক অধিদপ্তর, ঢাকা।
৮। অফিস কপি/ সংরক্ষণ কপি।

**(খসড়া ৬ষ্ঠ)**

গণপ্রজাতন্ত্রী বংলাদেশ সরকার
বেসরকারি মাধ্যমিক-১ শাখা
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

**বিষয়: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং** (Bullying)**/র‍্যাগিং** (Ragging) **প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩।**

বুলিং (Bullying) বা র‍্যাগিং (Ragging) হলো ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিকর, বেদনাদায়ক, কষ্টকর এবং আক্রমনাত্মক ব্যবহার। বুলিং/র‍্যাগিং শারীরিক বা মানসিক হতে পারে, একজন অথবা দলবদ্ধভাবে করতে পারে। ব্যঙ্গ করে নাম ধরে ডাকা, বদনাম করা, লাথি মারা, বিভিন্ন ধরনের কুরুচিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি করা বা উত্যক্ত করা, এমনকি অবহেলা বা এড়িয়ে চলে মানসিক চাপ দেওয়া বুলিং/র‍্যাগিং এর পর্যায়ে পড়ে। বুলিং/র‍্যাগিং ভিকটিমের পীড়া অথবা বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শুধুমাত্র সহপাঠী বা শিক্ষার্থী নয় শিক্ষক/অভিভাবকদের দ্বারাও বুলিং/র‍্যাগিং হতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং/র‍্যাগিংকারী শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীরা সাধারণত দুর্বল শিক্ষার্থীকে বেছে নেয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে নিজেদেরকে জাহির করার লক্ষ্যে ভিকটিমকে হাসির পাত্র হিসেবে উপস্থাপন করা এর প্রধান উদ্দেশ্য।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং/র‍্যাগিং বিষয়টি বর্তমানে চরম আকার ধারণ করেছে। এর ফলে শিক্ষাজীবনে শিক্ষার্থীর সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। যেসব শিক্ষার্থী এর শিকার হয়, তাদের মধ্যে বিষণ্নতা, ভীতসন্ত্রস্ততা, খিটখিটে মেজাজ এবং নিজেকে হেয় করে দেখার প্রবণতা তৈরি হয়। বুলিং/র‍্যাগিং প্রতিরোধ না করলে সমাজে গঠনমূলক নেতৃত্ব ও সুনাগরিকের অভাব পরিলক্ষিত হবে। তাই শিক্ষার্থীরা বুলিং/র‍্যাগিংয়ের শিকার হচ্ছে কিনা বা কাউকে বুলিং/র‍্যাগিং করছে কিনা, দু'দিকেই সজাগ থাকা সংশ্লিষ্ট সকলের প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং/র‍্যাগি এর মত ঘটনা যাতে না ঘটে সে লক্ষ্যে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

**০২। নীতিমালার শিরোনাম: এই নীতিমালা** "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং (Bullying)/র‍্যাগিং (Ragging) প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩" নামে অভিহিত হবে।

**০৩। এই নীতিমালায়-**

**(ক)** **"শিক্ষা প্রতিষ্ঠান"** বলতে বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে।

**(খ)** **"কর্তৃপক্ষ"** বলতে (১) সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এবং সরকার কর্তৃক এতদ্‌উদ্দেশ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত/ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে;

(২) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডিকে বুঝাবে;

(৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর, শিক্ষাবোর্ডসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বুঝাবে।

**(গ)** **"বুলিং/র‍্যাগিং"** বলতে ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিকর/বেদনাদায়ক এবং আক্রমনাত্মক ব্যবহারকে বুঝাবে;

**(ঘ)** **"শিক্ষক"** বলতে বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী/অস্থায়ী/খন্ডকালীন সকল শিক্ষককে বুঝাবে।

**(ঙ)** **"শিক্ষার্থী"** বলতে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীকে বুঝাবে।

(চ) **"অভিভাবক"** বলতে বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতা, পিতা-মাতার অবর্তমানে আইনসম্মত অভিভাবককে বুঝাবে।

## ৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং(Bulying)/র‍্যাগিং(Ragging) এর ধরন:

৪.১ **মৌখিক বুলিং/র‍্যাগিং:**

কাউকে উদ্দেশ্য করে এমন কিছু বলা বা লেখা যা খারাপ কোন কিছুর প্রতি ইঙ্গিত বহন করাকে বুঝাবে। যেমন- উপহাস করা, খারাপ নামে সম্বোধন করা বা ডাকা, অশালীন শব্দ ব্যবহার করা, গালিগালাজ করা, শিস দেওয়া, হুমকি দেয়া, শরীরে পানি বা রং ঢেলে দেওয়া, শারীরিক অসমর্থতাকে নিয়ে উপহাস করা বা অনুরূপ কার্যাদি।

৪.২ **শারীরিক বুলিং/র‍্যাগিং:**

কাউকে কোন কিছু দিয়ে আঘাত করা, হাত দিয়ে চড়-থাপ্পড়, পা দিয়ে লাথি মারা, ধাক্কা মারা, খোঁচা দেয়া, থুথু মারা, বেঁধে রাখা, কোনো বিশেষ ভঙ্গিতে দাড়িয়ে/বসে বা বিশেষ অবস্থায় থাকতে নির্দেশ দেয়া অথবা বাধ্য করা, কারো কোনো জিনিসপত্র জোর করে নিয়ে যাওয়া বা ভেঙ্গে ফেলা, মুখ বা হাত দিয়ে অশালীন বা অসৌজন্যমূলক অঙ্গভঙ্গি করা বা অনুরূপ কার্যাদি।

৪.৩ **সামাজিক বুলিং/র‍্যাগিং:**

কারো সম্পর্কে গুজব ছড়ানো, প্রকাশ্যে কাউকে অপমান করা, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোত্র, পেশা, গায়ের রং, অঞ্চল বা জাত তুলে কোন কথা বলা বা অনুরূপ কার্যাদি।

৪.৪ **সাইবার বুলিং/র‍্যাগিং:**

কারো সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে কটু কিছু লিখে বা অশালীন কিছু পোস্ট করে তাকে অপদস্থ করা বা অনুরূপ কার্যাদি।

৪.৫ **সেক্সুয়াল (Sexual) বুলিং/র‍্যাগিং:**

ইচ্ছাকৃতভাবে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আপত্তিজনক স্পর্শ করা বা করার চেষ্টা করা, ইঙ্গিতবাহী চিহ্ন প্রদর্শন, আচর, জামা-কাপড় খুলে নেওয়া বা খুলতে বাধ্য করা বা অনুরূপ কার্যাদি।

৪.৭ **অন্যান্য বুলিং:** উপরে বর্ণনা করা হয়নি এমন কর্ম/আচরণ/কার্যাদি যা শারীরিক/মানসিকভাবে আক্রমন করে বা কষ্ট দেয় তা যে নামেই হোক না কেন সেটা বুলিং/র‍্যাগিং হিসেবে গণ্য হবে;

## ৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং/ র‍্যাগিং প্রতিরোধ/ভিজিল্যান্স কমিটি/Preventing কমিটি/Monitoring কমিটি/Inquiry কমিটি গঠন:

**কমিটির কার্যপরিধি:**

৫.১ বুলিং/র‍্যাগিং প্রতিরোধে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩ সদস্য বিশিষ্ট 'বুলিং/র‍্যাগিং প্রতিরোধ কমিটি/ভিজিল্যান্স কমিটি ((vigilance committee)/Preventing কমিটি/Monitoring কমিটি /Inquiry কমিটি গঠন করতে হবে; যার মধ্যে অন্তত ০১(এক) জন নারী সদস্য থাকবে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী সদস্য পাওয়া না গেলে পার্শ্ববর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

৫.২ কমিটি প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর একবার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ বিষয় থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, মত বিনিময় সভা আয়োজন করবেন;

৫.৩ এই কমিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং/র‍্যাগিং হয় কিনা তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবেন। পর্যবেক্ষণের জন্য Bullying/Ragging Logs তৈরি করবেন, প্রয়োজনে প্রশ্নমালা (Self Report Peer Nomination, Teachers Nomination) ব্যবহার করবেন;

৫.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং/র‍্যাগিং প্রতিরোধে কমিটি প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত 'অভিযোগে বক্স/ডিজিটাল ড্রপ বক্স' রাখার ব্যবস্থা করবে এবং অভিযোগের গুরুত্ব অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

৫.৫ বুলিং/র‍্যাগিংকারী শিক্ষক অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় কার্যার্থে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে/উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করবেন।

৫.৬ বুলিং/র‍্যাগিং এ শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে বুলিং/র‍্যাগিং এর ধরন ও গুরুত্ব অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ বুলিং/র‍্যাগিংকারীকে সাময়িক /স্থায়ী বহিষ্কার/ছাত্রত্ব বাতিল করবেন।

**৬.০ বুলিং/র‍্যাগিং প্রতিরোধ ও প্রতিকারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, শিক্ষক-কর্মচারীগণের করণীয়:**

৬.১ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বুলিং/র‍্যাগিং-এর নামে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এবং এ সংক্রান্ত সব ধরনের কার্যকলাপ/সমাবেশ/পারফরম্যান্সে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করতে দেওয়া যাবে না।

৬.২ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আবাসিক হলসহ তাদের নিজ নিজ প্রাঙ্গনে র‍্যাগিং এর ঘটনার বিরুদ্ধে রিপোর্ট না করা বা নিষ্ক্রিয়তার জন্য দায়ী হবে।

৬.৩ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং করার পরিণতি কি হতে পারে সে বিষয়গুলো প্রকাশ করবে।

৬.৪ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা সংবলিত পোস্টার টাঙ্গানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের র‍্যাগিং করার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করবেন।

৬.৫ র‍্যাগিং" বা অন্য কোন শব্দ যাই ব্যবহার করা হোক না কেন, যখনই এ ধরনের ঘটনায় ফৌজদারি অপরাধের উপাদান থাকবে, কর্তৃপক্ষকে প্রচলিত আইনের অধীন অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় শাস্তিমূলক অধ্যাদেশের অধীন সকলের ভালোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অপরাধীদের বহিষ্কারের মতো কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬.৬ নীতিমালা বাস্তবায়নে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;

৬.৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যেসব জায়গায় বুলিং/র‍্যাগিং হবার আশংকা থাকে সেসব জায়গা খুঁজে বের করে প্রয়োজনে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারির ব্যবস্থা করবেন;

৬.৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকলকে বুলিং/র‍্যাগিং এর কুফল সম্পর্কে অবহিত করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষাবর্ষের শুরুতে একদিন 'এন্ট্রি বুলিং/র‍্যাগিং ডে' পালন করে বুলিং/র‍্যাগিং এর কুফল সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের সচেতন করবেন। সংশ্লিষ্টদের সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর করাবেন এই মর্মে যে, তারা কখনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বুলিং/র‍্যাগিং করবে না, কাউকে বুলিং/র‍্যাগিং এর শিকার হতে দেখলে প্রতিবাদ করবে, প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন;

৬.৯ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিছু শিক্ষক কে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের কাউন্সিলিং এর দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। তবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ কোনভাবেই সাইকোলজিস্ট হবেন না, তাদেরকে সাইকো সোস্যাল কাউন্সিলর হিসেবে অভিহিত করা হবে:

৬.১০ বুলিং/র‍্যাগিং প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদের 'সহপাঠক্রম কার্যক্রম' এ অন্তর্ভুক্ত করাবেন। বুলিং/র‍্যাগিং এর কুফল সম্পর্কিত সিনেমা, কার্টুন, টিভি সিরিজ এর প্রদর্শন, অনলাইনে দায়িত্বশীল আচরণের ব্যাপারে Online Behavior সম্পর্কিত কর্মশালা, নিয়মিত খেলাধুলা ও শরীরচর্চার আয়োজন করা; ইত্যাদিসহ পাঠ্যক্রমিক কর্মশালা হতে পারে।

৬.১১ বুলিং/র‍্যাগিং প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদের 'শিক্ষাক্রম বহির্ভূত কার্যক্রম' এ অংশগ্রহণ করাবেন। যেমন, শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে বিকশিত করার লক্ষ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং সাইন্স ফেয়ার আয়োজন করবেন। গণিত অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে পারেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহমর্মিতা এবং সহানুভূতিশীলতার শিক্ষা দিতে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী কাজে নিযুক্ত করতে হবে;

৬.১২ অনেক সময় বাসায় বেড়াতে আসা আত্মীয়স্বজন, সাবলেট থাকা, ভাড়াটে অভিভাবকদের অনুপস্থিতিতে শিশুদের উত্যক্ত করতে পারেন। বাবা-মাকে বাসায় শিশুদের সাথে বন্ধুসুলভ হতে হবে, যাতে সে অকপটে সব কথা বাবা-মার সাথে শেয়ার করতে পারে। তাই অভিভাবক সমাবেশে এ বিষয়ে অভিভাবকদের কাছে সচেতনতামূলক বার্তা পৌঁছে দিতে হবে;

৬.১৩ যারা বুলিং/র‍্যাগিং প্রতিরোধে ভূমিকা রাখবে তাদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করবেন;

৬.১৪ শিক্ষকগণ বুলিং/র‍্যাগিং সম্পর্কিত বিষয়গুলো রোলপ্লে কিংবা সাইকোড্রামার মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন, যাতে শিক্ষার্থীরা বুলিং/র‍্যাগিং এর কুফল কিংবা এর ফলে কীভাবে একজন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পায় এবং সেই সাথে বুলিং/র‍্যাগিং সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান তারা নিজেরাই বের করতে উদ্যোগী হয়;

৬.১৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং শিক্ষা প্রশাসন সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবেন এবং নীতিমালা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন।

## ৭.০ **গৃহীত ব্যবস্থা:**

৭.১ বুলিং/র‍্যাগিং এ কোনো শিক্ষক অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে ১৯৭৯ সালের সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী হবে এবং তা শাস্তিমূলক অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এ রূপ অভিযোগের জন্য তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর আওতায় অসদাচরণের অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৭.২ বুলিং/র‍্যাগিং এ কোনো শিক্ষক অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে যাদের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ কিংবা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ প্রযোজ্য নয়, তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনে কিংবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৭.৩ বুলিং/র‍্যাগিং এ উপযুক্ত কারণ দর্শানো সাপেক্ষে এমপিওভুক্ত শিক্ষক/কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এমপিও স্থায়ী/অস্থায়ীভাবে বাতিল করা যাবে; এমপিওভুক্ত শিক্ষক/কর্মচারীদের ক্ষেত্রে তাদেরকে স্থায়ী/অস্থায়ীভাবে অপসারন/বরখাস্ত করতে হবে;

৭.৪ বুলিং/র‍্যাগিং এ উপযুক্ত কারণ দর্শানো সাপেক্ষে নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষক/কর্মচারীদের ক্ষেত্রে তাদেরকে স্থায়ী/অস্থায়ীভাবে অপসারন/বরখাস্ত করা যাবে; এবং ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনায় দায়ী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে হবে;

৭.৫ বুলিং/র‍্যাগিং এ শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে বুলিং/র‍্যাগিং এর ধরন ও গুরুত্ব অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ বিধিমালা অনুয়ায়ী বুলিং/র‍্যাগিংকারীকে সাময়িক /স্থায়ী বহিষ্কার/ছাত্রত্ব বাতিল করবে এবং ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনায় দায়ী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে হবে;

৭.৬ বুলিং/র‍্যাগিং এ গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটি/এডহক কমিটি/বিশেষ কমিটির কোনো সদস্যের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকলে বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তদন্ত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে উক্ত কমিটির সদস্য পদ হতে তাকে অপসারণ করা যাবে অথবা সংশ্লিষ্ট কমিটি বাতিল করতে হবে;

৭.৭ প্রচলিত আইন অনুযায়ী আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বরাবর ব্যবস্থা গ্রহণসহ ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনায় দায়ী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে হবে;

৭.৮ বুলিং এর ধরণ ও গুরুত্ব অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ তাদের বিধিমালা অনুযায়ী বুলিং কারীকে সাময়িক/স্থায়ী বহিস্কার করবেন এবং এ ঘটনার গুরুত্ব সাপেক্ষে প্রচলিত আইন অনুযায়ী আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বরাবর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করতে হবে।

৮.০ **বুলিং সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল ও নিষ্পত্তির পদ্ধতি:**

১. অভিযোগকারী প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট আবেদন দাখিল করবেন;

২. প্রতিষ্ঠান প্রধান বুলিং সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ প্রাপ্ত হলে, বুলিং প্রতিরোধ কমিটি অথবা অন্য কোনো কমিটি গঠন করে অভিযোগ তদন্ত করবেন;

৩. তদন্তকারী টিম/কর্মকর্তা বুলিং সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে সর্বোচ্চ ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট জমা দিবে;

৪. প্রতিষ্ঠান প্রধান তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন অথবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবেন;

৫. প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে বিচারের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট থানায় প্রেরণ করবেন।

৯.০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং/র‍্যাগিং প্রতিরোধে নীতিমালায় বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহন করবেন।

১০.০ সরকার প্রয়োজন মোতাবেক সময়ে সময়ে প্রণীত নীতিমালাটি পরিবর্ধন/সংযোজন/বিয়োজন করতে পারবে।

১১.০ জনস্বার্থে এ নীতিমালা জারী করা হলো এবং এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।